আওয়ামী ফতোয়া ও কিছু কথা

ভজন সরকার

(১)

প্রথমেই কিছু কথা বলে নিলে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ থাকবে না । প্রথমতঃ আমি কখনোই আওয়ামী সমথর্ক নই এবং ছিলামও না কখনো । দ্বিতীয়তঃ ফতোয়া কেন ,যে কোন ধর্মীয় প্রথা এমনকি আচার-অনুষ্ঠানও আমি আমার একান্ত বিশ্বাস থেকে পরিহার করতে চেস্টা করি, সমথর্ন তো দূরে থাক । সুতরাং আওয়ামী লীগ ও ইসলামী জোটের মধ্যেকার এ চুক্তিকে সমর্থন করার অভিযোগে আমাকে মৌলবাদের প্রলেপে লেপে দিলে তা হবে দুঃখজনক ।

যদিও আমি একথা অকপটে স্বীকার করছি যে , হ্যা এখনকার মতো একটি বিশেষ সঙ্কটময় সময়ে আমাদের উচিত আওয়ামী লীগকে সমর্থন ও বিজয়ী করে তোলা । তা ফতোয়া- টতোয়ার মতো নির্বাচন-পূর্ব চুক্তি-পাট্টা যাই থাক না কেনো । আর তা ছাড়া আওয়ামী লীগের মতো পেটি-বুর্জ্জোয়া দল ভোটের আগে কত প্রতিশ্রুতিই না দেয় ? সবই কী রক্ষা করে ? এটিও না হয় ধরে নেই সেই ভোট-ভোলানো মিথ্যে প্রতিশ্রুতিই। যেখানে নিবার্চনের মতো এ স্পর্শ কাতর সময়েও আওয়ামী লীগ হাজারোটা বিবৃতি দিয়ে তার ধর্ম -নিরপেক্ষতার সমথর্নে গলদ-ঘর্ম হচ্ছে , সেখানে এটা তো বিশ্বাস করাই যায় যে, নিছক ভোটের প্রত্যাশা থেকেই মরিয়া হয়ে আ'লীগকে এসব করতে হচ্ছে । আর আ'লীগের ভেতরে প্রগতিবাদী যে ধারাটা সক্রিয় আছে , তারাও হয়তো চুপ চাপ আছেন এই প্রতিকূল সময়ে । কিন্তু তারাই ঠিক সময় মতো প্রতিবাদের কাতারে সামিল হবেন এবং এই ভোট-ভোলানো চুক্তি বাস্তবায়ন হতে দেবেন না কখনোই । আর কারোও না থাক, আমার এ বিশ্বাস আছে আ'লীগ নেতৃত্বের ওপর । হয়তো ভুল হতে পারে আমার এ বিশ্বাসে । কিন্তু সর্বত্রই বিশ্বাস হারালে আমরাই বা যাবো কোন চূলায় ?

(২)

বাংলাদেশের বাস্তবতায় এটা তো ধ্রুব সত্য যে , আ'লীগই একমাত্র কাছের শক্তি যারা শত বৈপরিত্য সত্বেও প্রগতির সপক্ষে দাঁড়িয়েছে বার বার । সেটা ঘাতক-দালাল নির্মূল কমিটি-ই হোক কিংবা হোক না সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো কোন সঙ্কটময় সময় । আ'লীগের পাঁচ বছরে আর যাই হোক, বা-ালী সংস্কৃতি আর প্রগতির পরিপন্থি কিছু হয়েছে বলে আমার অন্তত জানা নেই । পূর্ণিমা-রা ধর্ষিতা হয়নি । হায়ানারা কিশোরীকে মায়ের সামনে করে নি গণবলাৎকার । শাহরিয়ার কবীর, মুনতাসির মামুনকে হতে হয় নি অকথ্য নির্যাতনের শিকার । আহমদ শরীফ, হুমায়ুন আজাদেরা স্বচ্ছন্দে বিচরন করেছেন সর্বত্র । শত প্রতিকূলতা সত্বেও তসলিমা নাসরিন -কে সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে মৃত্যু পথযাত্রি মাকে শেষবার দেখার ; তা গোপনে হলেও । আমি স্বীকার করছি এগুলো আ'লীগের কোন মহত্ত্বের লক্ষন না । কিন্তু এ অধিকারটুকুও কী আমরা পেয়েছি অন্য সব সময়ে ?

আর আওয়ামী লীগের বিকল্পই বা কী আছে আজ ,এক মাত্র হাত পা গুটিয়ে ভোটের দিন বাড়িতে বসে থাকা ছাড়া । এতে লাভ কী ? আবারও সেই জামাত-বি এন পি -কেই ক্ষমতায় আনা । আ'লীগের বিপরীতে আজ ঠিক সেই চক্রান্তটাই হচ্ছে ;অধিকাংশই ভেতর থেকে -কিছু বাইরে থেকেও , মৌলবাদীরা শুধু নয় , সুস্থধারার প্রগতিশীল মানুষেরাও যেনো বিমুখ হয় আ'লীগের প্রতি । ঠিক এভাবেই যে কথা কবি নির্মলেন্দু গুনও বলেছেন আমার আগেই । তাছাড়া আ'লীগ কোন আমলেই বা ধর্ম নিয়ে রাজনীতি করেনি ? আজ যারা আ'লীগকে ভোট দেবে না মৌলবাদের সাথে আঁতাতের অভিযোগে, তারা আগেও কখনই আ'লীগকে ভোট দেয় নি হয়তো ।

(৩)

সব শেষে আমার দু'টো কথা তাদের প্রতি- যারা আ'লীগের আগুন নিয়ে খেলাতে ভীষন চিন্তিত । কিন্তু চিন্তাটা আ'লীগের জন্য, না আগুনের জন্য ? আগুন থাকলেই যে কেউ খেলবে । সে আ'লীগ হোক , বি এন পি হোক, হোক না বিজেপি বা মহা পরাক্রমশালী বুশ । তাই আসুন , আগুনের উৎসকে নির্মূল করি । শুধু ফতোয়াবাজ নয় -ফতোয়ার উৎসের বিপক্ষে দাঁড়াই ।

(৪)

আমি জানি ,মুক্তমনায় আমার এ ভিন্ন মতে অনেকেই হতবাক হয়েছেন । আমার প্রিয় কিছু মানূষ ব্যথিত হয়েছেন -যারা আমার আত্মার একান্ত কাছের মানুষ। সে রকম কয়েকজন যেমন অভিজিৎ রায় , নন্দিনী হোসেন । আমি তাদের এই অনাকাংখিত বেদনা বোধের জন্য দুঃখিত এবং ব্যথিত।

যখন একে একে নিভে যায় দেউটি, আলেয়াকেই আলো মনে হয় তখন । তাই বোলে আলোর প্রত্যাশায় থাকা মানুষের আকুতিকে অস্বীকার করা যায় কোন যুক্তিতে ? আমার এই আলোর পেছনে ছুটার আকুতিকে না হয় সেভাবেই দেখা হোক!

ধন্যবাদ।

।। ২৯ ডিসেম্বর, ২০০৬ ।।